ইউনিট ২
শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইউনিট ২ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিকাশমান জীবন আমাদের সামনে মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টার নানা ক্ষেত্র রচনা করে। এই কর্মপ্রচেষ্টা লক্ষ্যমুখী। বস্তুত লক্ষ্যমুখীনতা একটি কাজের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও ধারক্রম নিরূপণে সাহায্য করে এবং কাজটিকে অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। এ কারণেই লক্ষ্যকে কাজের প্রেরণাশক্তি বলা হয়।

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনেও কখনও কখনও মানুষকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও রক্ষা - দুয়ের ক্ষেত্রেই একথা সত্য হতে পারে।

জনগণই রাষ্ট্রের অন্যতম সাংগঠনিক উপাদান। রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান করে, তার কল্যাণের উদ্দেশ্যে উপযোগী ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করে। শিক্ষা এরূপ একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। একটি রাষ্ট্রের উৎপাদনশীল জনগণ সে রাষ্ট্রের 'জনপুঁজি' হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা এই জনপুঁজি সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

রাষ্ট্রমাত্রেরই একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শগত ভিত্তি বর্তমান। এই আদর্শের সার্থক রূপায়ণের মধ্য দিয়ে জনজীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

'রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য' শীর্ষক বর্তমান ইউনিটে আমরা শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমি ঃ শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠ ২.১ শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সনাক্ত ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনার নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

বিকাশমান জীবন আমাদের সামনে মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টার নানা ক্ষেত্র রচনা করে। এই কর্মপ্রচেষ্টা লক্ষ্যমুখী। বস্তুত লক্ষ্যমুখীনতা একটি কাজের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও ধারক্রম নিরূপণে সাহায্য করে এবং কাজটিকে অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। এ কারণেই লক্ষ্যকে কাজের প্রেরণাশক্তি বলা হয়।

লক্ষ্যই কাজকে অর্থবহ করে এবং তাকে শক্তি দান করে।

শিক্ষা একটি লক্ষ্যমুখী মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টা। মানুষকে কেন্দ্রে রেখেই এই প্রচেষ্টা আবর্তিত হয়। শিক্ষা মানুষেরই জন্য। আর সব প্রাণীকে আমরা নানা রকমের দক্ষতা লাভে প্রশিক্ষণ দিই, শিক্ষা দিই না। শিক্ষা লাভের জন্য যে উচ্চতর মানসিক ধারণশক্তি তা অন্য কোন প্রাণীর নেই। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় ঃ মানুষকে নিয়ে শিক্ষার কি কারবার রয়েছে? শিক্ষাকে আমরা একটি প্রাপ্তি (Possession) বলতে পারি না, ঠিক যেমন আমরা অর্থ উপার্জন করি অথবা কোন সম্পদ লাভ করি। এমন কি, জ্ঞান, দক্ষতা অথবা আদর্শ বা মূল্যবোধ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দগুলোকেও আমরা শিক্ষা বলি না, আমরা শিক্ষা লাভ করেছি এগুলো তারই প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। শিক্ষা আসলে একটি বস্তু নয়, শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া একান্তভাবেই মানবিক। Philip H. Phenix বলেছেন ঃ "To educate is to enagage in a process and to have an education is to be someone who has undergone a process."

শিক্ষা মানুষের জন্য, অন্য কোন প্রাণীর জন্য নয়।

শিক্ষা প্রক্রিয়া মানবীয় বলেই তা একান্তভাবে জীবন সম্পৃক্ত। দেশকাল ভেদে জীবনের প্রকাশ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। আমাদের প্রাচীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমরা দেখেছি, শিক্ষায় বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার ছিল। সাধারণের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। শিক্ষা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কর্তৃত্ব লাভে সহায়ক জ্ঞান ও দক্ষতা দান করছে। ইউরোপে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয়

শিক্ষা একান্তভাবেই জীবন সম্পৃক্ত একটি বিষয়।

প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থেকেছে। ধর্মীয় সংস্কার মানুষের নবতর জীবন জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন স্ফূর্তি লাভ করেনি। রেনেসাঁ সেই গ্লানিকে ঘুচিয়ে দিয়ে মানুষের সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। শিল্প ও বিজ্ঞান চর্চার নবতর দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। গণতন্ত্রের আবির্ভাব শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে অভূতপূর্ব শক্তিদান করেছে। সর্বজনীন শিক্ষা কেবল শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটায় নি, শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের বিকাশের সম্ভাবনাকেও নিশ্চিত করেছে।

আমরা যে কথা বলতে চেয়েছি, তা হচ্ছে - গতিময়তাই শিক্ষার প্রাণসম্পদ। গতিময়তার কারণেই দেশ ও কাল ভেদে শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ধারায় আমরা শিক্ষার কতগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য সনাক্ত করতে পারি। এগুলো হচ্ছে ঃ

মানবীয় মৌলিক চাহিদা

মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে হলে তার মধ্যে কতগুলো মৌল শক্তির (Basic Capacities) বিকাশ নিশ্চিত করতে হয়। এগুলো কি?

- **শারীর দক্ষতা (Physical skills)**

শারীর দক্ষতার মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম পেশীসমূহের সঞ্চালন, বিশেষ দক্ষতামূলক কাজ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা (যেমন - স্কেটিং, জিমনাস্টিকস্ ইত্যাদি) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি এ সকল দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নিয়ত তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি ও সমন্বয়বিধান করে থাকে।

- **সামাজিক দক্ষতা (Social skills)**

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক বিকাশের অন্যতম দিকটি হচ্ছে পারস্পরিক কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলা। শিক্ষা ব্যক্তিকে সামাজিক সহাবস্থানের প্রয়োজনে কার্যকর সম্পর্ক-সূত্র রচনা করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা (productivity) একটি আবশ্যিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষ সমাজের ভিতকে দৃঢ় করে। এ বোধের জাগরণে শিক্ষার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

- **মানসিক দক্ষতা (Intellectual skills)**

জ্ঞান আহরণ করা, চিন্তার মাধ্যমে জ্ঞানকে প্রক্রিয়াজাত করা (Processing of information), বাস্তব সমস্যা সমাধানে জ্ঞানের প্রয়োগ করা, জ্ঞানের সংশ্লেষণ করা এবং জ্ঞানের মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি মানসিক দক্ষতার আওতাভুক্ত।

- **যোগাযোগ দক্ষতা (Communicative skills)**

মানবীয় দক্ষতার একটি অন্যতম দিক হচ্ছে পারস্পরিক যোগাযোগ। বস্তুত এই যোগাযোগ সমাজ সম্পর্কের ভিতও রচনা করে। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে এই যোগাযোগ দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করা। যোগাযোগ দক্ষতার ক্ষেত্রে ভাষা-নৈপুণ্যগুলোর (Language skills) গুরুত্ব সমধিক। আর এগুলো হচ্ছে কথা শোনা, কথা বলা, কথা পড়া ও কথা লেখা।

জীবনের উৎকর্ষ সাধন

জীবনের উৎকর্ষ সাধন একটি সার্বিক ধারণা। কিন্তু আমরা এখানে উৎকর্ষ বলতে বোঝাতে চাই, জীবনের মান বাড়ানোকে। শিক্ষার এ লক্ষ্য অর্জনে কি কি দিকের প্রতি আমরা দৃষ্টি দেব?

- **মূল্যবোধের উদ্দীপন ও সংরক্ষণ**

শিক্ষা ব্যক্তিমানসে মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাবে। ব্যক্তি এই বোধে উদ্দীপ্ত হবে যে, মূল্যাবোধ তার জীবনকে পরিশীলিত করে। এর একটি প্রধান দিক হচ্ছে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার অন্যতম উপাদান হচ্ছে ইপ্সিত অভ্যাস গঠন। সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনে অভ্যাস গঠন গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যবোধের আর একটি উপাদান হল ব্যক্তির সন্তুষ্টিবোধ (individual sense of fulfilment)। এই সন্তুষ্টি লাভে জীবন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য প্রয়োজন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির সৃজনশীলতার

উদ্বোধন ঘটিয়ে জীবন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সৃষ্টিশীল মানুষ জীবনের মহত্তর অর্থ খুঁজে পায়।

মূল্যবোধের উদ্দীপনে 'সংরক্ষণ' একটি জরুরি উপাদান। 'সংরক্ষণ' বলতে এখানে দীর্ঘকালের মানবীয় প্রচেষ্টার 'ভালো' দিকগুলোকে ধরে রখাকেই বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য হবে এই ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানস গঠনে ঐতিহ্যের ব্যবহার।

সৃজনশীলতার উদ্বোধন

শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল তা মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ও বিকাশে সাহায্য করে। বস্তুত শিক্ষাই যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষকে নবতর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। শিক্ষার সুফলকে সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই সভ্যতার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থেকেছে। এক পুরুষের সঞ্চিত জ্ঞান, দক্ষতা, জীবনবোধ পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয়েছে। এই সঞ্চারণ প্রক্রিয়া নবতর সংযোজনের মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও দক্ষতার পুঁজিকে সমৃদ্ধ করেছে।

অধ্যাত্মবোধের জাগরণ

আমরা মূল্যবোধ সৃষ্টির কথা বলেছি। মূল্যবোধ সৃষ্টির কাজে অধ্যাত্মচিন্তার গুরুত্ব স্বীকৃত। বস্তুত শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির আধাত্মিক জীবনের বিকাশ সাধন করা। এক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ জীবনাচরণ ব্যক্তির জীবনের উৎকর্ষ সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সততা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি গুণাবলি অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির জীবন মহিমান্বিত হয়।

নাগরিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন

কোন কোন শিক্ষাবিদ নাগরিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং তার জন্য বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করার প্রয়োজন হয়। নাগরিক অধিকার ভোগ ও নাগরিক কর্তব্য পালন - এই দুয়ের সমন্বয়ের মধ্যেই সুনাগরিকতার লক্ষণ বিদ্যমান। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যোগ্যতা অর্জনে ব্যক্তিকে সহায়তা করা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিকতা বোধ সৃষ্টি

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদানের ফলে আমরা একটি সংকোচনশীল বিশ্বে বসবাস করছি। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ আজ এক রাষ্ট্রের মানুষ হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি আজ আর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত নয়। এ কারণেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা বা সুনাগরিকতা সৃষ্টি করার মধ্যেই শিক্ষার লক্ষ্য সীমিত থাকতে পারে না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আন্তর্জাতিকতা বোধের জাগরণ ঘটানোও আজ শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। কারণ পারস্পরিক বোঝাপড়া বা সমঝোতার অভাবে জাতিতে জাতিতে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাত সৃষ্টি হয়। এই সংঘাত দূর করার কাজে শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. সামাজিক দক্ষতার অন্যতম নিয়মক কি?

ক. সহাবস্থান

খ. কর্মদক্ষতা

গ. সহমর্মিতা

ঘ. উৎপাদনশীলতা

২. মানসিক দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ?

ক. স্নায়ূশক্তি

খ. পেশীশক্তি

গ. পুষ্টিব্যবস্থা

ঘ. রক্ত সংবহনতন্ত্র

৩. কোন্‌টি যোগাযোগ দক্ষতা নয়?

ক. আবৃত্তি

খ. বাছাইকরণ

গ. লিখন

ঘ. অনুধাবন

পাঠ ২.২ শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

এই পাঠ শেষে আপনি —

- গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবেন এবং
- সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের একক। কাজেই গণতন্ত্রে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত। স্বাধীন সত্তা হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী বিকশিত হবে। রাষ্ট্রীয় জীবনে তার অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজ বা রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যক্তি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। সে নিজের অধিকার আদায় করবে, অন্যের অধিকার হরণ করবে না। পারস্পরিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধই নাগরিক জীবনের সুদৃঢ় ভিত রচনা করবে। এ কারণেই গণতন্ত্রে সহাবস্থান ও পরমত সহিষ্ণুতা স্বাধিকার অর্জনের অন্যতম সোপান হিসেবে বিবেচিত।

গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

- গণতান্ত্রিক সরকার দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। সর্বজনীন শিক্ষা গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত।
- গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী নাগরিকদের মধ্যে চারিত্রিক গুণাবলী (ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস, পরমত সহিষ্ণুতা ইত্যাদি) বিকাশে সুষ্ঠু সুযোগ দান গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষাদানকে এ উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক বলে গণ্য করা হয়।
- প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক মতাদর্শের ভিত্তিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করতে হয়। শ্রেণীকক্ষের ভিতরে শিক্ষকদের পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার সুযোগ থাকে। এ সকল আলোচনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক আলোচনার সুযোগ থাকে।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এদিকে থেকে গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রধানত সুশৃঙ্খল জীবন গঠনের শিক্ষা।
- শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা না হলে কোন রাষ্ট্র বা সমাজে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

গণতন্ত্র

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই কর্তৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সম্পদের ওপর ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পদের উৎপাদন, বন্টন, মূল্য নির্ধারণ সবকিছুই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রেণীবৈষম্য দূর করে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শিক্ষাকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নিরিখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়। সেখানে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও চাহিদা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

- গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির মূলকথা যেমন শিক্ষা ব্যক্তির, ব্যক্তির দ্বারা এবং ব্যক্তির জন্য তেমনি সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা সমাজ তথা রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের দ্বারা এবং রাষ্ট্রের জন্য (of the society, by the society and for the society) পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়ে থকে।
- জাতি তথা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শ্রেণীবিভেদের সংস্কারমুক্ত, সুস্থ, সবল, দেশপ্রেমিক, শৃঙ্খলাবোধ সম্পন্ন ও সুশিক্ষিত গণসমষ্টি সৃষ্টি করা সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য।

- সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বস্তুগত উন্নতি ও সুখসমৃদ্ধি এবং শ্রেণী বিভেদমুক্ত উন্নত সমাজ গঠনই শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত। এ কারণে ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনের একটি সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবন যাপনে প্রস্তুত করার স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা নিবেদিত।
- দেশের জনসাধারণকে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জাতির বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে যথাযথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতির পথকে সুগম করা এবং দায়িত্ব পালনের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এর প্রতিদানে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য নিজ নিজ সমার্থ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে।

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দেশক নীতি

- রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যক্তির শিক্ষা-জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে।
- শিক্ষা সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় যন্ত্রেরই একটি অঙ্গ বিশেষ। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অণুপ্রাণিত করাই শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য।
- রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও ব্যবস্থার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হলেও স্বকীয়তার বিকাশে অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠেনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ‘একক’ কি?
- ক. ব্যক্তি
- খ. দল
- গ. সমাজ
- ঘ. সংঘ

২. গণতান্ত্রিক জীবনে কোন্‌টি অধিক লক্ষণীয়?
- ক. সহনশীলতা
- খ. সহমর্মিতা
- গ. সহযোগিতা
- ঘ. সমধর্মিতা

৩. গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত কি?
- ক. ব্যাপক সাক্ষরতা
- খ. শিক্ষার ব্যাপক প্রসার
- গ. শিক্ষার পরিমাণ ও গুণগত বৃদ্ধি
- ঘ. সর্বজনীন শিক্ষা

পাঠ ২.৩ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য

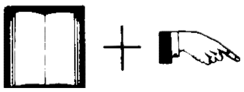

এই পাঠ শেষে আপনি —

- জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির লক্ষণীয় দিকগুলো নির্দেশ করতে পারবেন।

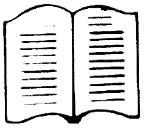

শিক্ষা জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির চাবিকাঠি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সঞ্চিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং কৃষ্টিগত অধিকারকে নবলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত করে স্ব স্ব জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তর করে দেশে ও জাতির অগ্রগতির পথকে সুগম করা। শিক্ষা এভাবেই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে সমাজ জীবনকে সার্থক ভাবে গড়ে তোলে।

সাধারণ ভাবে শিক্ষার উপরিউক্ত ভূমিকা সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হলেও বাংলাদেশের জন্য এ বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। শিক্ষাকে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং সমাজগঠনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, সময়োপযোগী, কর্মভিত্তিক ও গতিশীল করে নির্মাণ করা প্রয়োজন। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে। যাঁদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে দেশকে নতুন করে গড়ার সুযোগ এসেছে, তাঁদের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবে। এদেশের জনগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলোর মত বাংলাদেশকেও একটি সমৃদ্ধ, উন্নত এবং সুখী দেশ হিসাবে গড়ে তুলবে।

বাংলাদেশের শিক্ষার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় মৌলনীতিগুলোর প্রতিফলন ঘটবে। কারণ রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মধ্যেই জনগণের আশা-আকঙ্ক্ষা, যুগের চাহিদা ও জাতির জীবনব্যবস্থা বিধৃত থাকে। এক্ষেত্রে নির্দেশনা লাভের প্রধান উৎস হল রাষ্ট্রীয় সংবিধান। সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো হচ্ছে —

- সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস;
- জাতীয়তাবোধ;
- গণতন্ত্র এবং
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে সমাজতন্ত্র।

• সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস

জাতীয় আদর্শে অধিকাংশ লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে সর্বশক্তিমান ও পরমকরুণাময় আল্লাহতালার সর্বময় ক্ষমতা, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, শান্তিদাতা, রক্ষাকর্তা, স্বীকার করে সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ জাতীয় আদর্শের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশ তথা বিশ্বসংসারের সার্বভৌমত্ব এবং এর সমস্ত সম্পদ ও কর্তৃত্বের সর্বময় অধিকারী হিসাবে আল্লাহকে মেনে নিয়ে সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় যন্ত্র পরিচালনার অনুকূল পারিবেশ সৃষ্টি করা।

• জাতীয়তাবাদ

নিজ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন এবং বাস্তব জীবনে (ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত) তা প্রতিফলনের সচেতন অনুভূতিই জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশের

জাতীয়তাবাদের অর্থ একদিকে যেমন স্বীয় কৃষ্টি, ধর্ম ও সংস্কৃতির লালন ও পরিপোষণ অন্যদিকে তেমনি বিশ্বের অন্যান্য জাতির স্বাধীন সত্তা, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে অপর জাতির প্রতি সমানাধিকার, সহনশীলতা ও শ্রদ্ধার মনোভাব জাগ্রত করা।

- **গণতন্ত্র**

জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার অপর নামই গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণের দ্বারা সৃষ্টি এবং জনগণের জন্য নিবেদিত (government of the people by the people and for the people)। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ গণতন্ত্রে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষ সকলের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা আছে। জনজীবনে সহনশীলতার মানস গঠন ও সার্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসাবে স্বীকৃত।

- **অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে সমাজতন্ত্র**

মুক্ত অর্থনীতির অনুসারী গণতান্ত্রিক দেশে সম্পদ সাধারণত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে জমা হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সম্পদ অর্জন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লে সমাজে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে পার্থক্য সীমা ছাড়িয়ে যায়। সীমিত জাতীয় সম্পদের প্রেক্ষাপটে তা নানাবিধ মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে। সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থা না থাকার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। তাই বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় আদর্শ হচ্ছে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যে দেশের অবহেলিত জনগণকে উন্নত করার জন্য ভৌত সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি এবং যাতে কোন ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে সম্পদ যথেচ্ছভাবে জমা হতে না পারে তার জন্য বিভিন্ন বিধিব্যবস্থা গ্রহণ। একই সঙ্গে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক সুবিধা সৃষ্টি ও সুষ্ঠু আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

- **রাষ্ট্রীয় মূলনীতির বাস্তবায়ন ঃ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি**

রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে বাস্তবে প্রতিফলিত করার জন্য প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সংস্কার, উন্নয়ন এবং পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমিতে শিক্ষার যে প্রধান উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি রচিত হয়েছে তার লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হচ্ছে —

- ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।
- প্রতি স্তরের শিক্ষার্থীদের মনে দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি করা এবং ন্যায়বোধ, কর্তব্যজ্ঞান, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ এবং দেশের স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতাবোধের জাগরণ।
- মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও প্রীতি, মানবাধিকার এবং পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি করা।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তবিদ্যার সাহায্যে দেশের সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য দক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি প্রস্তুত করা।
- কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি এবং জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা।
- ব্যক্তিকে তার মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট পেশার জন্য প্রস্তুত এবং দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা।
- দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদ বীরগণের জীবনগাঁথা পঠন-পাঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ; নিজের দেশকে সব দিক থেকে জানার জন্য সহায়ক বিষয়বস্তু পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত বৃদ্ধি।
- শিক্ষায় বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক সুযোগ সুবিধাদির পার্থক্য কমিয়ে আনার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ।
- শিক্ষা প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় ও তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় এলাকার জনগণের, বিশেষত উৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের অধিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
- দেশের অবহেলিত গ্রামীণ সমাজ এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর বা এলাকার শিক্ষা উন্নয়নের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বস্তরের নিরক্ষর জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
- জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও শিক্ষাক্রম ভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ।
- শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমের (রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি) ব্যাপক ব্যবহার।

আমরা জেনেছি, আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে জাতীয় মৌলিক আদর্শের প্রতিফলন ঘটবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্বাচনে, শিক্ষণ পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত কি?
   ক. ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা
   খ. জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সমান অধিকার নিশ্চিত করা
   গ. সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া
   ঘ. জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন করা

২. সম্পদের সুষম বন্টন বলতে কি বোঝায়?
   ক. মুক্ত-বাজার অর্থনীতি প্রবর্তন
   খ. সম্পদ অর্জনে নিয়ন্ত্রণহীনতা
   গ. ধনী-নির্ধনের মধ্যকার পার্থক্য কমিয়ে আনা
   ঘ. সকলের মধ্যে সম্পদ সমান ভাবে বন্টন করা

৩. বাংলাদেশে নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের উদ্দেশ্য কি?
   ক. ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করা
   খ. বিদ্যালয়কে সমাজের ওপর নির্ভরশীল করা
   গ. সমাজের অগ্রগতিতে ব্যক্তির মেধা নিয়োগ করা
   ঘ. বৃত্তিমুখী সমাজ সৃষ্টি করা

৪. বিদ্যালয় প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য কি?
   ক. শিক্ষার মান উন্নত করা
   খ. জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
   গ. শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের স্বীকৃতি প্রদান
   ঘ. শিক্ষকের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা

৫. সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার উপায় কি?
   ক. শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা
   খ. উৎসাহী যুবসমাজের শিক্ষার ব্যবস্থা করা
   গ. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা
   ঘ. সহনশীলতার আদর্শ প্রচার করা

পাঠ ২.৪ বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমি ঃ শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য

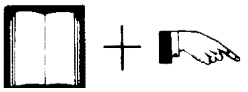

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমিতে শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের প্রতিফলন কিরূপে হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

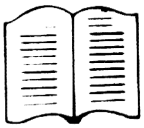

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সমাজ জীবনে আমরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন তার মূলে রয়েছে মূল্যবোধের অবক্ষয়। আমাদের জাতীয় জীবনের মূল সমস্যাগুলো সমাধানের পূর্বশর্ত হিসাবে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, ন্যায়বোধ, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা ও কর্তব্যজ্ঞান ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটাতে হবে। এ মূল্যবোধগুলো সঞ্চারের জন্য সামগ্রিক ভাবে পাঠ্যসূচি, শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষকের আচরণ, শিক্ষার পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ্যসূচিতে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষাকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীর শিশুদের গ্রহণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সকল বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে এ মূল্যবোধগুলোকে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিল্পোন্নত দেশগুলোতে তাদের সমাজের প্রয়োজন ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে বাস্তব পটভূমিতে গড়ে উঠেছে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে সেই পরিবেশ ও অর্থনীতির সমস্যাগত মিল খুব সামান্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে ধার করা তাত্ত্বিক শিক্ষায় পরিণত না করে তাকে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত এবং আমাদের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে নির্মাণ করার প্রচেষ্টার ওপর জোর দিতে হবে।

মানবিক ও সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ

উন্নয়নের মূল উৎস হলো উন্নয়নের জন্য সক্রিয় আগ্রহ, সমস্যা সমাধানের জন্য সৃষ্টিমুখী ও উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা, কর্মনিষ্ঠা এবং জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতাবোধ। এ মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যথার্থ ভূমিকা পালনে সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক এবং সামাজিক শিক্ষার ওপরেও গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কর্মজীবী মানুষের শ্রম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাগানো এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মনে কর্মোদ্যোগ গ্রহণের প্রেরণা সঞ্চারের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পাশাপাশি মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে অখণ্ড ঐক্যবোধের সঞ্চার হবে এবং যৌথভাবে উন্নয়নশীল কাজে প্রচেষ্টা, দক্ষতা এবং কর্মকুশলতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা — পৃথক এবং বিশেষ ধারা

দেশের ক্রমবর্ধমান গণ বেকারত্ব এবং শিক্ষিত বেকারের সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বস্তরে শিক্ষাকে যেমন কর্মমুখী করার ওপর জোর দিতে হবে তেমনি পাঠ্যসূচিতে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় সম্পদ এবং প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করেই কৃষিশিল্পে এবং অন্যান্য শিল্পের সহায়তার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার রূপরেখা প্রণীত হবে। এ ব্যবস্থার দ্বারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাপ্ত কারিগরের কর্মসংস্থান ও জীবিকা অর্জন সহজ হবে এবং দেশের উন্নয়নমূলক কাজে তাদের দক্ষতাকে সফলভাবে ব্যবহার করা যাবে।

বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজে অংশগ্রহণের জন্য উপযোগী দক্ষ কারিগর তৈরি করা। যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিভিন্ন স্তরে প্রান্তিক শিক্ষার পর বা শিক্ষা সমাপ্ত না করে অথবা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে, সে সকল শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে দক্ষ কর্মশক্তিতে পরিণত করা দরকার। সেজন্য নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরের শেষে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

যে সকল শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য অগ্রসর হবে না অথবা এ দুই স্তরে শিক্ষা সমাপ্ত করতে অকৃতকার্য হবে তাদের জন্য স্থানীয় অবস্থা এবং চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন মেয়াদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কোর্সগুলো স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহে উপযুক্ত ব্যবস্থাসহ বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্থানীয় দক্ষ কারিগর দ্বারা শেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। উল্লিখিত কোর্স ছাড়াও সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নবম শ্রেণী থেকে দুই বছর মেয়াদী একটি বিশেষ বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোর্স চালু করার কথাও চিন্তা করা যেতে পারে।

কর্মমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ

শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ। যে শিক্ষাব্যবস্থায় কর্মমুখী শিক্ষার কোন স্থান নেই সে শিক্ষা সম্পূর্ণ বলে পরিগণিত হয় না। কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়া সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা সংযোজিত হলেও কেবল তত্ত্বীয় শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তি জীবনের পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়।

সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সময় একই সঙ্গে শিক্ষার্থী যে বিদ্যালয়, গৃহ, বাগান, ক্ষেতখামার, কারখানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা উৎপাদনশীল কর্ম অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। কর্মমুখী শিক্ষাকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হলে এক্ষেত্রে সুফল আশা করা যায়। প্রাত্যহিক জীবনে ছোট-খাটো কাজে পরনির্ভরশীল না হয়ে শিক্ষার্থী যেন সে সব কাজ সম্পাদনে নিজেই সচেষ্ট হতে শেখে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

এ সকল কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রসার ঘটবে এবং দেহ ও মনের সমন্বিত ব্যবহার তার সৃজনশীল বিকাশকে সাহায্য করবে।

সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহী মানুষের মধ্যে ভেদরেখা টানার অবাঞ্ছিত চিন্তার হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুকে কায়িক পরিশ্রম ও নিজ হাতে কাজ করার প্রতি আগ্রহী ও মর্যাদাশীল করে গড়ে তুলতে হবে।

নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষ সাজানো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, নিজ পরিবেশের বিভিন্ন পেশাজীবীদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে সচেতন হওয়া, নিজ এলাকার সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা, বাগানে কাজ করা, গৃহপালিত পশু, হাঁস-মুরগীর যত্ন নেওয়া ইত্যাদি কাজে একক বা দলগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- **জীবনমুখী পরিবেশকেন্দ্রিক শিক্ষা**

শিক্ষাদানের প্রয়োজনে শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা সবসময় সম্ভবপর হয় না। অথচ বিদ্যালয়ের আশেপাশে শিক্ষা সহায়ক প্রচুর উপকরণ যেমন - গাছপালা, পশুপাখি, ক্ষেত-খামার, নদী, পুকুর, মাছ, সবজি ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে। শিক্ষার কাজে এসব প্রাকৃতিক ও আঞ্চলিক সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থী তার নিকট পরিবেশের পরিচিত বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে এবং তার মধ্যে দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটবে। তত্ত্বীয় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদানের ফলে শিক্ষার্থী তার পরিবেশে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে না এবং নিজের জীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে অনবহিত থাকে। শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী এবং পরিবেশ ও জীবনভিত্তিক করার জন্য পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করে সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত হবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীকে

পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- **সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ**

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হবে দেশে একটি কুশলী জনসম্পদ গড়ে তোলা। শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের জনগণকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে। অনুকরণ প্রবণতা, আত্মবিস্মৃতি ও চিন্তাক্লিষ্টতা থেকে মুক্তি লাভ করে বাংলাদেশের মানুষ তারা তাদের প্রকৃত যোগ্যতা এবং মৌলিক সত্তাকে বিকাশের সুযোগ লাভ করবো।

পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিকে তার ক্ষমতা, যোগ্যতা এবং সৃজনশীলতায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির রূপরেখা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন তার সাহায্যে এদেশের শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তর থেকেই তার মৌলিক কল্পনা ও চিন্তাশক্তির স্ফূরণ ঘটাতে পারে। শিশু যেমন শিক্ষার আলোকে তার কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন হবে তেমনি সে তার সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশেও তৎপর হবে। শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর কল্পনা, চিন্তা, অনুধাবন ও অনুসন্ধিৎসু মনের জাগরণ ও বিকাশের সুযোগ থাকবে।

- **গৃহ ও সমাজের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা**

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তার শিক্ষক এবং সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন ব্যতিরেকে প্রকৃত শিক্ষাদানের কাজ সফল হতে পারে না। পাঠ্যবিষয় নির্বাচন, পাঠদান এবং মূল্যায়নের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গৃহের ও সমাজের ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় ও সমাজকে অবিচ্ছেদ্য এবং অখণ্ড সত্তা হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং গৃহ ও সমাজের শিক্ষার মধ্যে ব্যবধান আকাঙ্ক্ষিত নয়।

বিদ্যালয়, গৃহ এবং সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই শিক্ষার পূর্ণ রূপ বিকশিত হতে পারে। শিক্ষার্থী কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই যেন তার শিক্ষার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ না রাখে বরং তার পরিচিত পরিবেশে যেসব সম্পদ আছে তার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হয় সেদিকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

যে সব শিক্ষার্থী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা শেষ না করে অথবা প্রান্তিক শিক্ষা সমাপ্ত করে বিদ্যালয় ত্যাগ করবে তাদেরকে যথার্থ উৎপাদনক্ষম করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় এবং সমাজ যেন একটি সমন্বিত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষাও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

দেশের অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তিই নিরক্ষর। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে তাঁরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন নন। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাদের নিরক্ষর অভিভাকদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সেজন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে বিদ্যালয়ের সক্রিয় ভূমিকা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে -
   ক. সম্পদ বণ্টন প্রক্রিয়ায়
   খ. ব্যক্তির আচরণে
   গ. ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতিতে
   ঘ. রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে

২. মানবীয় ও সামাজিক গুণাবলী বিকাশের প্রয়োজনে শিক্ষাক্রমে কি ব্যবস্থা থাকবে?
   ক. মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহের সমন্বয়
   খ. মানবিক বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ
   গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া
   ঘ. শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করা

৩. কোন্ ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে?
   ক. শিক্ষার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি
   খ. অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
   গ. নিরক্ষরদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন
   ঘ. বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তন

৪. কোন্‌টি কর্মমুখী শিক্ষার আওতায় পড়ে?
   ক. সদাচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন
   খ. বিদ্যালয় চত্বর পরিষ্কার করা
   গ. বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা
   ঘ. বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ২

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানবীয় মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভূক্ত দক্ষতাগুলো কি?
২. মূল্যবোধ কী? মূল্যবোধের আবশ্যকীয় উপাদানগুলো কি?
৩. ‘নাগরিক জীবনের উৎকর্ষ’ বলতে কি বোঝায়?
৪. আন্তর্জাতিক বোধ কি?
৫. গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।
৬. সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দেশক নীতি কি?
৭. গণতান্ত্রিক দেশে জাতীয় আদর্শ অর্জনের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৮. বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ ব্যাখ্যা করুন এবং শিক্ষাক্রমে এ আদর্শ বাস্তবায়নের উপযোগী ব্যবস্থাবলির বিবরণ দিন।
৯. গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শিক্ষার স্বরূপ বর্ণনা করুন।
১০. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোর উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিন।

উত্তরমালা — ইউনিট ২

পাঠ ২.১
১। ক ২। ক ৩। খ

পাঠ ২.২
১। ক ২। গ ৩। খ

পাঠ ২.৩
১। গ ২। গ ৩। ক ৪। খ ৫। ক

পাঠ ২.৪
১। খ ২। ক ৩। ক ৪। খ